মাতাবে তারুণ্য

বিশ্বব্যাপী পেশাদার ফুটবলারদের সংগঠন ফিফপ্রো ক'দিন আগে ঘোষণা করেছে ১২ তরুণের নাম। এদের মধ্য থেকে বছরের সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হবে। আগামী বিশ্বকাপে নিজ দলের হয়ে মাঠ মাতাবে এরা। লিখেছেন... **হাসান জামান**

ওয়েইন রুনি

দেশ- ইংল্যান্ড
ক্লাব- ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
পজিশন- ফরোয়ার্ড

আন্তর্জাতিক ম্যাচে ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার

বিপক্ষে যখন মাঠে নামেন, তখন বয়স মাত্র ১৭ বছর ১১ দিন। তখন থেকেই ইংল্যান্ডের এই চমকের যাত্রা শুরু। প্রচণ্ড গতি ও স্কিল কাজে লাগিয়ে আশ্চর্য সব গোল করেন মাঝেমধ্যেই।

আগামী বিশ্বকাপেও দলের অন্যতম ভরসা রুনি। ছোটবেলা থেকেই বেড়ে উঠেছেন এভারটন ক্লাবে। ২০০৪-এ যোগ দেন ম্যানইউতে। মাথা গরমের জন্য খ্যাতি আছে তার। তারুণ্যের সব ধর্মই তার মাঝে। এসব কারণে এখনো রোল মডেল হয়ে উঠতে পারেননি। অবশ্য সব সমালোচনার জবাব দেন গোল করে।

দেশের পক্ষে তার রেকর্ড অসাধারণ। ৯ গোল করেছেন মাত্র ১৭ ম্যাচে। বেড়ে উঠছেন পরিপূর্ণ স্ট্রাইকার হবার পথে। ২০০৬ বিশ্বকাপ মাতানোর সব ক্ষমতাই তার আছে।

আর্জেন রোবেন

দেশ- হল্যান্ড
ক্লাব- চেলসি
পজিশন- মিডফিল্ড

রোবেনের বাঁ পায়ের জাদুতে এখন মুগ্ধ ফুটবল বিশ্ব। মাঝমাঠে অসাধারণ। এমনকি সাপোর্টিং স্ট্রাইকার হিসেবেও খেলতে পারেন। গত মৌসুমে পিএসভি থেকে

রবিনহো

দেশ- ব্রাজিল
ক্লাব-রিয়াল মাদ্রিদ
পজিশন-ফরোয়ার্ড

ব্রাজিলের মানুষ রবিনহোকে পেলের সঙ্গেই তুলনা করে। অন্যদিকে ড্রিবলিং স্কিলের কারণে গ্রেট গ্যারিঞ্চার সঙ্গে তুলনা করা হয়। এবার ক্লাবগুলোর দল বদলের সময় তার চাহিদাটা বোঝা গেছে। শেষ পর্যন্ত ঠিকানা হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

২০০২ সালে স্যান্টোস ক্লাবে অভিষেক ঘটে রবিনহোর। সে বছরই ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন করেন। স্যান্টোস লীগ চ্যাম্পিয়ন হয় সেই ১৯৮৪ সালের পর। সে বছর পেলের নৈপুণ্য স্যান্টোস শিরোপা জিতেছিল। রবিনহো আবার চমক দেখান ২০০৪-এ। ৩৬ ম্যাচে ২১ গোল করে তার দক্ষতার প্রমাণ দেন।

ব্রাজিল দলের এক অপরিহার্য সদস্য তিনি। অন্যদিকে ক্লাবের পক্ষেও এখন মাঠ মাতাচ্ছেন। আগামী বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি তিনি। অসামান্য ড্রিবলিং প্রতিভা, স্কিল আর অসাধারণ সব গোল করে এখনই তিনি সবার প্রিয়। বিশ্বকাপে নিজ দেশের হয়ে জ্বলে উঠবেন এটা বলে দেয়া যায়।

চেলসিতে এসেছেন। বছরটা কেটেছে ইনজুরিতে। দুবার ইনজুরিতে পড়েছেন। অবশ্য এর আগেই চেলসিতে তার ভক্তের সংখ্যা অনেক।

রোবেন দ্রুত ও সাবলীল। গোল করানোটা দায়িত্ব, করতেও পারেন। গত মৌসুমে চেলসির প্রিমিয়ারশিপ টাইটেল জয়ে তার ভূমিকা অনেক। অসাধারণ ড্রিভলিং স্কিল আর বিপজ্জনক ক্রসগুলো প্রতিপক্ষের মনে ভীতির সঞ্চার করতে যথেষ্ট।

২০০৬ বিশ্বকাপে নিজের দেশ হল্যান্ডকে নিজের সবটুকু দিয়ে সাফল্য এনে দিতে চান তিনি। দল যাই করুক, রোবেন মাঠ মাতাবেন তা এখনই বলে দেয়া যায়।

বাস্তিয়ান সোয়াইনস্টাইগার

দেশ- জার্মানি
ক্লাব- বায়ার্ন মিউনিখ
পজিশন- মিডফিল্ড

জার্মানির অন্যতম সেনসেশন এখন তিনি। একজন ভালো মিডফিল্ডারের সব গুণই আছে তার। প্রচণ্ড পরিশ্রমী, লক্ষ্যের প্রতি অবিচল এবং সৃজনশীল- সব মিলে সোয়েনস্টাইগার। বায়ার্নে যোগ দেন ১৯৯৮ সালে। তখন থেকে নিজেকে আরো উপরে তুলে নিচ্ছেন প্রতিনিয়ত। আর এখন জার্মানি অন্যতম সেরা তারকা। গোল করাতে খুবই দক্ষ। আর গোল করেনও নিয়মিত। এসব সক্ষমতা

তাকে একজন আদর্শ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলেছে।

আগামী বিশ্বকাপে জার্মানির সাফল্য অনেকটাই তার ওপর নির্ভরশীল। যান্ত্রিক জার্মান ফুটবলে প্রাণের সঞ্চার করেছেন তিনি। তার সৃষ্টিশীলতা দিয়ে সবার মন জয় করবেন বিশ্বকাপে।

ডং ফেংঝু

দেশ- চীন
ক্লাব- ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
পজিশন- ফরোয়ার্ড

চীনের নতুন সেনসেশন ফেংঝু। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই ম্যানইউ তাকে লুফে নিয়েছে। চীনের বিস্ময়বালক ফেংঝু। অসাধারণ গোল করার ক্ষমতা তাকে এ বয়সেই এতদূর নিয়ে এসেছে।

বিশ্ব ফুটবলে চীন এখনো প্রতিষ্ঠিত শক্তি নয়। তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটছে প্রতিনিয়ত। এ উন্নতির ফসল ফেংঝু। চীনের নতুন প্রজন্মের তারকা।

চীনের ফুটবল জোয়ারে ফেংঝু এখন প্রতিষ্ঠিত নাম। ২০০৬ বিশ্বকাপে চীন উত্তীর্ণ হতে পারলে ফেংঝু মাঠ মাতাবেন অবশ্যই। তবে এখনো পরিণত নন তিনি। সামনে অনেক সময় এবং সবচেয়ে বড় কথা, সময়টা

সঠিকভাবেই কাজে লাগাচ্ছেন ফেংঝু।

জ্যাভিয়ের আলেসান্দ্রো ম্যাসচেরানো

দেশ- আর্জেন্টিনা
ক্লাব- কোরিনথিয়ান্স
পজিশন- সেন্ট্রাল মিউফিল্ড

২০০৩-এর ১৬ জুলাই ম্যাসচেরানোর অভিষেক ঘটে জাতীয় দলে। মাঝমাঠের একজন নেতা হিসেবে সবাই তাকে চেনে। এতোদিন ছিলেন রিভারপ্লেটে। সম্প্রতি যোগ দিয়েছেন কোরিনথিয়ান্সে। ২০০৬ বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নে বিভোর তিনি। মাত্র ২১ বছর বয়স। তবু এতো খ্যাতি কখনোই তার মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারেনি। আগের মতোই কষ্ট করেন নিজের খেলার উন্নতি ঘটাতে। আর্জেন্টিনা থেকে সব সময়ই বিশ্বমানের মিডফিল্ডার জন্ম নিয়েছে। ম্যাসচেরানো তাদের নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি।

সবচেয়ে বড় সক্ষমতা হলো মাঠে খেলাটা খুবই ভালো বোঝেন। মাঝমাঠ থেকে খেলা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন দক্ষভাবে।

পাসিং দক্ষতা তাকে মাঝমাঠের কুশলী খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলেছে। গোল করানোর সঙ্গে গোল করতেও পারেন।

আগামী বিশ্বকাপে ম্যাসচেরানো মাঠ মাতাবেন তা নিশ্চিত বলা যায়।

ফ্রান্সিস ফ্যাব্রাগাস

দেশ- স্পেন
ক্লাব- আর্সেনাল
পজিশন- মিডফিল্ড

স্পেনের এ টিনএজার ইতিমধ্যেই সবার নজর কেড়েছেন। এ বয়সেই অসাধারণ সব রেকর্ড তার। ২০০৩ সালে আর্সেনালে যোগ দেন পুরনো ক্লাব বার্সেলোনা থেকে। সে বছরে অক্টোবর ক্লাবের হয়ে নতুন সবচেয়ে

কম বয়সে খেলার রেকর্ড করেন। পরের ম্যাচটা আরেকটা ক্লাব রেকর্ড। সবচেয়ে কম বয়সে গোল করা। অনূর্ধ্ব-১৮ বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। জয় করেন গোল্ডেন বুট।

ক্লাব এবং জাতীয় দল দুটোতেই তার সাফল্য অসাধারণ। মাঝমাঠের এ কুশলী খেলোয়াড় গোল করতেও সমান দক্ষ। ডিফেন্স চেরা পাসগুলো যে কারো মনে ভয় ধরাতে সক্ষম। সব সময়ই অসাধারণ, অথচ সাফল্য না পাওয়া দল স্পেন। তিনি হয়তো পারেন আগামী বিশ্বকাপে এ অবস্থাটা বদলে দিতে।

রিও অ্যান্টেনিও মাভুবা

দেশ- ফ্রান্স
ক্লাব- বোর্দক্স
পজিশন- মিডফিল্ড

মাভুবা ফ্রান্সের নতুন প্রজন্ম। একজন পরিপূর্ণ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। দল ফ্রান্সের হয়ে এ পর্যন্ত খেলেছেন বেশ ক'টি ম্যাচ। অন্যদিকে গত মৌসুমে খেলেছেন আর্সেনালের হয়ে। মিল এক জায়গাতেই- প্যাট্রিক ভিয়েরার রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে।

বয়সে এখনো তরুণ। তবু তার সক্ষমতা নিয়ে কোনো কথা নেই। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডের মতো একটা কঠিন পজিশনে খেলেন তিনি। এ বয়সে সেই পরিমাণ সামর্থ্যও অর্জন করেছেন। ফ্রান্স প্যাট্রিক ভিয়েরার বিকল্প এখনই পেয়ে গেছেন। ভবিষ্যতে হয়তো তাকেও ছাড়িয়ে যাবেন মাভুবা। আগামী বিশ্বকাপে মাভুবা একজন তারকা হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলবেন।

ফ্রেডি অ্যাডু

দেশ- আমেরিকা
ক্লাব- ডিসি ইউনাইটেড
পজিশন- ফরোয়ার্ড

অ্যাডু জন্মেছিলেন ঘানায়। বাবা-মা তার ৮ বছর বয়সে আমেরিকায় চলে আসেন। নাগরিকত্ব পান ২০০৩ সালে। এখন তিনি আমেরিকার ফুটবলে অন্যতম বড় তারকা।

প্রথমে আলোচিত হয়েছিলেন বয়সের কারণে। এত কম বয়সে এ রকম স্কিল অনেক দিন দেখেনি ফুটবল বিশ্ব। সে সময় তাকে রোনাল্ডোর সঙ্গে তুলনা করা হয়। গতি এবং স্কিল তাকে নিয়ে এসেছে এ পর্যন্ত। ২০০৪ সালে যোগ দেন বর্তমান ক্লাব ডিসি ইউনাইটেডে। এখনো তিনি আমেরিকা জাতীয় দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়।

তার দল বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করলে স্পটলাইটটা তার ওপরই থাকবে।

ওবাফেমি মার্টিনস

দেশ- নাইজেরিয়া
ক্লাব- ইন্টারমিলান
পজিশন- ফরোয়ার্ড

নাইজেরিয়ান এই ফরোয়ার্ড ইন্টারে যোগ দেন ২০০১ সালে। তখন থেকেই গোল করার ক্ষমতা তার দেখার মতো। ২০০১-০২ মৌসুমে ইন্টারের যুবদলের হয়ে ১৬ গোল করেন। তার নৈপুণ্যে দল ইটালি যুব চ্যাম্পিয়নশিপ জয় করে। ২০০৩ সালে আফ্রিকার সেরা যুব খেলোয়াড়ের সম্মান অর্জন করেন। আন্তর্জাতিক অভিষেক ঘটে ২০০৪ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। সেখানেও তিনি গোল করেন।

নিয়মিত গোল করার ক্ষমতা তাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। ছোট দল নাইজেরিয়ার বড় তারকা তিনি। আগামী বিশ্বকাপে মাঠ মাতাতে প্রস্তুত করছেন নিজেকে।

জর্জিও চিলিয়ানি

দেশ- ইটালি
ক্লাব- জুভেন্টাস
পজিশন- ডিফেন্ডার

তালিকায় থাকা একমাত্র ডিফেন্ডার। গত বছরটি কাটিয়েছেন ফিওরেন্টিনায়। ধারে খেলতে গিয়েছিলেন সেখানে। পারফর্মেন্স এতো ভালো ছিল যে, জুভেন্টাস এবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। ইটালি সব সময়ই অসাধারণ সব ডিফেন্ডার জন্ম দিয়েছে। চিলিয়ানি তাদেরই গর্বিত বংশধর। গত বছর ফিওরেন্টিনার হয়ে ৩৬ ম্যাচ খেলেছেন। সেখানে হলুদ কার্ড মাত্র ২টি, লাল কার্ড

নেই। একজন ডিফেন্ডারের জন্য অনন্য ব্যতিক্রম।

আগামী বিশ্বকাপে মূল একাদশে যতটুকু সুযোগ পাবেন, তাতেই তার ঝলকটা দেখা যাবে। এমনকি মূল একাদশে নিয়মিতও হয়ে যেতে পারেন। ডিফেন্সে কড়া পাহারা দিয়ে গোল করতেও সক্ষম।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

দেশ- পর্তুগাল
ক্লাব- ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
পজিশন- মিডফিল্ডার

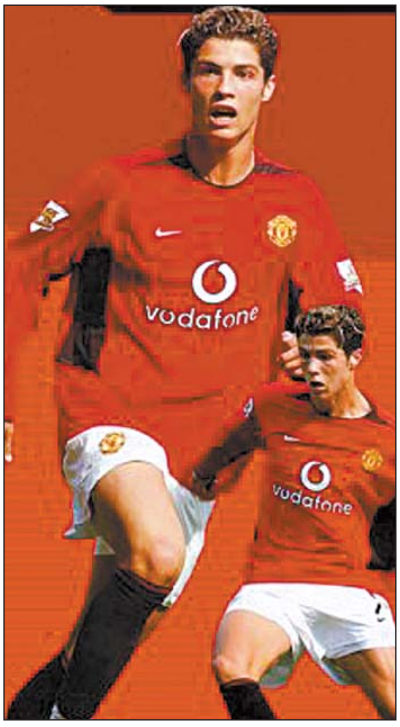

ছোটবেলা থেকে বেড়ে উঠেছেন স্পোর্টিং লিসবন ক্লাবে। ২০০৩ সালে নজরে পড়েন স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের, যখন ম্যানইউ ৩-১ ব্যবধানে লিসবনের কাছে হারে। এমনকি ম্যানইউ'র খেলোয়াড়রাও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এবং পরের মৌসুমেই তার ঠিকানা ম্যানইউ।

ম্যানইউতে যোগ দেন যখন বেকহ্যাম ক্লাব ছেড়ে গেছেন। তার অনুপস্থিতি বুঝতেই দেননি রোনাল্ডো। মাঝমাঠের দু'পাশেই খেলতে পারেন। দু'পায়ের কাজ অসাধারণ। ডিফেন্স চেরা পাস বা নির্ভুল ক্রস করাতে তার জুড়ি নেই। ড্রিভলিং ক্ষমতা ঈর্ষণীয়। অনেক সময় সমালোচিত হন অতিরিক্ত ড্রিভলিং প্রবণতার জন্য। ২০০৬ বিশ্বকাপ মাতাবেন রোনাল্ডো তা লিখে দেয়া যায়। মিডফিল্ডে সার্ভিস দিয়ে গোল করাতেও জুড়ি নেই তার। বিশ্বকাপে স্পটলাইট তার ওপরও থাকবে। দলের ফলাফল বলা যাচ্ছে না, ব্যক্তি রোনাল্ডো অবশ্যই মাঠ মাতাবেন।